মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ১৫৫৭

পর্ব-৫: জানাযা (كتاب الجنائز)

পরিচ্ছেদঃ ১. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - রোগী দেখা ও রোগের সাওয়াব

আরবী

عَن عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمَيَّةَ أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَن قَول الله تبَارك وَتَعَالَى: (إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ الله)
وَعَنْ قَوْلِهِ: (مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ)
فَقَالَتْ: مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «هَذِه معاتبة الله العَبْد فِيمَا يُصِيبُهُ مِنَ الْحُمَّى وَالنَّكْبَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةِ يَضَعُهَا فِي يَدِ قَمِيصِهِ فَيَفْقِدُهَا فَيَفْزَعُ لَهَا حَتَّى إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ التبر الْأَحْمَر من الْكِير» .
رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

বাংলা

১৫৫৭-[৩৫] ’উমাইয়্যাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন। তিনি (’উমাইয়্যাহ্) একদিন ’আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে ’’তোমাদের অন্তরে যা আছে তোমরা যদি তা প্রকাশ করো অথবা গোপন করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে তোমাদের হিসাব নিবেন’’- (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২: ২৮৪) এবং ’’যে অন্যায় কাজ করবে সে তার শাস্তি ভোগ করবে’’- (সূরাহ্ আন্ নিসা ৪: ১২৩)- এ দু’টি আয়াতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। উত্তরে ’আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবার পর এ পর্যন্ত কেউ আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেনি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এ দু’টি আয়াতে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে, তা হলো দুনিয়ায় বান্দার যে জ্বর ও দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদি হয়, তা দিয়ে আল্লাহ যে শাস্তি দেন তাই, এমনকি বান্দা জামার পকেটে যে সম্পদ রাখে, তারপর হারিয়ে ফেলে তার জন্য অস্থির হয়ে যায়- এটাও এ শাস্তির মধ্যে গণ্য। অবশেষে বান্দা তার গুনাহগুলো হতে পবিত্র হয়ে বের হয়। যেভাবে সোনাকে হাপরের আগুনে পরিষ্কার করে বের করা হয়। (তিরমিযী)[1]

ফুটনোট

[1] য‘ঈফ : আত্ তিরমিযী ২৯৯১, আহমাদ ২৫৮৩৫, শু‘আবুল ঈমান ৯৩৫২, য‘ঈফ আল জামি‘ ৬০৮৬। কারণ

এর সানাদে ‘আলী বিন যায়দ বিন যায়দান রয়েছে যিনি একজন দুর্বল রাবী এবং ‘উমাইয়্যাহ্ যে তার পিতার স্ত্রী একজন মাজহূল রাবী।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: কল্পনাপ্রসূত পাপ, খারাপ চরিত্র শাস্তিযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে না যতক্ষণ না তা প্রকাশ্যে বাস্তবায়িত হবে আর এদিকে রসূলের বক্তব্য ইঙ্গিত বহন করে (إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِيْ مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ) “নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মাতের অনিচ্ছাকৃত কুচিন্তা ত্রুটি-বিচ্যুতি শাস্তির কবল হতে মুক্ত যতক্ষণ না তা বাস্তবে ‘আমল করে এবং বলে। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা কল্পনাপ্রসূত পাপ কাজের শাস্তি দিবেন না এবং শাস্তি দিবেন বাস্তবে তা করলে।” সুতরাং আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব না।

আর না এটাও কোন দ্বন্দ্ব হিসেবে পরিগণিত হবে যে, কল্পনার চিন্তাকে দৃঢ় হিসেবে গ্রহণ করবে যেমন আল্লাহর বাণীঃ

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

“কিন্তু যেসব কসমের ব্যাপারে ধরবেন তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা করেছে।” (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২২৫)

আমরা বলব, বাস্তবে আল্লাহর এই ধরাটা তখনই প্রযোজ্য হবে কখন মনের সিদ্ধান্তকে প্রকাশ্যে পাপ কাজের সাথে জড়িয়ে নিবে। জ্বরকে খাস করার কারণ হল রোগসমূহের মধ্যে জ্বর হল কঠিন ও ক্ষতিকর।

(عتاب) তথা সাজা শব্দটি ব্যবহার হয় দু’ বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু অপর বন্ধুর ওপর ক্রোধ প্রকাশ করে তার খারাপ আচরণের কারণে এতদসত্ত্বেও তার অন্তরে তার প্রতি ভালবাসা বিদ্যমান। সুতরাং আয়াতের অর্থ এটা না যে, আল্লাহ মু’মিনদেরকে তাদের সকল গুনাহের শাস্তি দিবেন বরং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষুধা, পিপাসা, রোগ, চিন্তা ও অন্যান্য অপছন্দনীয় জিনিস দিয়ে পাকড়াও করবেন যাতে তারা দুনিয়াতেই গুনাহ হতে বের হয়ে পবিত্র হতে পারে।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56117

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন